কমলা ভাসিন

কমলা ভাসিন (২৪ এপ্রিল ১৯৪৬–২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১) ছিলেন ভারতের নারী আন্দোলনের একজন আদর্শ। তার চেতনা, বুলন্দ আওয়াজ (শক্তিশালী, জোরদার কন্ঠ), স্লোগান, কবিতা, গান, লেখা এবং বক্তৃতা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শিক্ষাবিদদের কাছে অনুরণিত হয়েছিল এবং তাকে নারীবাদী আন্দোলনে একজন নেতা হিসাবে তুলে ধরেছিলো।

কমলা ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ এশীয় নারীদের নেটওয়ার্ক সংগতের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতের নারী অধিকার এনজিও জাগোরি-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তিনি বই, পুস্তিকা, গান এবং গল্প লিখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে অনেকগুলি প্রায় ৩০ টি ভাষায় পুনরুৎপাদন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এক বিলিয়ন রাইজিং আন্দোলনের তিনি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। তিনি ২০০৫ সালে 'নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ১০০০ নারী' উদ্যোগের সমন্বয়কারী ছিলেন।

ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং ট্র্যাজেডি তাকে আধ্যাত্মিকতায় জীবনের গভীর অর্থ খুঁজতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি থিচ হাট হ্যান এবং বৌদ্ধ দর্শনের অনুগামী হয়েছিলেন, যদিও তিনি সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কমলা ভাসিন পুরস্কার

দক্ষিণ এশিয়ায় জেন্ডার সমতা প্রচার

এই পুরস্কারের মাধ্যমে প্রতি বছর দক্ষিণ এশিয়ার দুই ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়:

- দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে চিরাচরিত নয় এমন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত নারীদের উদযাপনের জন্য একটি পুরস্কার
- জেন্ডার সমতা জন্য কাজ করা পুরুষদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি পুরস্কার

উভয় পুরস্কার বিভাগেই সিসআইএস এবং ট্রান্স পুরুষ ও মহিলা

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

পুরস্কার হিসেবে রয়েছে:
একটি ট্রফি সহ ১ লাখ টাকার প্রাইজমানি।

এটি পুরস্কারপ্রাপ্তদের সহ-শিক্ষা এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে কর্মরত পরিবর্তনমুখী সংগঠন, সংস্থা, দাতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং নেটওয়ার্ক বাড়ানোর একটি দুর্দান্ত সুযোগ।

কারা আবেদন করতে পারেন?

আমরা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ এশীয় নাগরিকদের থেকে আবেদনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা দক্ষিণ এশিয়ার যেকোনো দেশে বসবাস করছেন এবং কাজ করছেন।

আটটি দেশের সব সরকারি ভাষায় আবেদন গ্রহণ করা হবে।

পুরস্কারের বিভাগ

১। অপ্রচলিত জীবিকার (NTL) একজন মহিলা (cis/trans) অনুশীলনকারী

২। একজন পুরুষ (cis/trans) যিনি ছেলে/পুরুষদের সাথে জেন্ডার-সমতার পরিস্থিতি তৈরী করার জন্য কাজ করেছেন।

নির্বাচনের মানদণ্ড

ক্যাটাগরি ১

- গত ৩ বছর ধরে তার(মহিলা/তাদের প্রসঙ্গে একটি সাধারন ভাবে প্রচলিত নয় এমন জীবিকা অনুশীলন করা
- শুধুমাত্র তার/তাদের উপার্জন নয়, তার/তাদের জীবনের উপরেও নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য নিজেকে/নিজেকে ক্ষমতায়িত করে।
- একটি পরিবর্তনে সাহায্যকারী বিষয় এবং অন্যদের জন্য সুযোগ তৈরি করেছে

সাধারনভাবে প্রচলিত নয় এমন জীবিকা হল সেগুলি যা মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অথবা তাদের যৌন প্রবণতা, তাদের জেন্ডার পরিচয়, প্রতিবন্ধকতা, তাদের বাসস্থানের কারণে তাদের চারদিকে যে কাঁচ বা একটি কংক্রিটের ছাদ এবং দেয়াল দিয়ে তাদের ঘিরে রাখা হয় তা ভেঙে দেয়। এই তালিকাটি দীর্ঘ হতে পারে এবং যেকোনো সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের কাঠামোর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অবৈতনিক কাজ এবং চলাফেরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা মহিলাদের ড্রাইভিং বা রাজমিস্ত্রির মতো পেশা গ্রহণের অনুমতি না দেওয়ার একটি কারণ, এতে তাদের দিনের এবং রাতের একটি বড় অংশ বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হতে পারে। আপনি এখানে ক্লিক করে প্রচলিত জীবিকা এবং এই অঞ্চলের কিছু উদাহরণ সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন।

ক্যাটাগরি ২

- গত ৫ বছরে পুরুষ/ছেলেদের সাথে জেন্ডার-ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে কাজ করা।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক্ষেত্রে অবদান রাখার মাধ্যমে, নারীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে, সকল প্রকার জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা এবং জেন্ডার সংক্রান্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে ক্ষতিকর পুরুষত্বের মোকাবিলা করা।
- একটি পরিবর্তনকারী বিষয় এবং জেন্ডার ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গঠনে অন্যান্য পুরুষদের প্রভাবিত করেছে।

জেন্ডার সমতা প্রচারে যুবক এবং পুরুষদের জড়িত করা একটি ক্রমবর্ধমান আন্দোলন। কমলার স্লোগান, "মানসম্পন্ন পুরুষেরা সমতাকে ভয় পায় না," পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করার পুরুষদের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই বিভাগটির লক্ষ্য এমন পুরুষদের স্বীকৃতি দেওয়া যারা তাদের জীবনে পিতৃতান্ত্রিক অনুশীলনগুলি পরীক্ষা করেছেন, তাদের বিশেষাধিকারগুলি স্বীকার করেছেন এবং পিতৃতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাগুলিকে স্বীকার করেন। আমরা এমন পুরুষদের খুঁজছি যারা ক্ষতিকারক অভ্যাসের মোকাবিলা করতে, নারী ও যৌন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিরোধিতা করতে, বাড়িতে পরিচর্যার কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে এবং নারী ও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের তাদের অধিকার দাবি করার জন্য সক্রিয়ভাবে অন্য পুরুষদের সাথে কাজ করে। আমাদের লক্ষ্য হল এই পরিবর্তন এজেন্টদের একে অপরের কাছ থেকে শেখার জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং অন্যদের জেন্ডার সমতার পক্ষে সমর্থন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

সময়সূচী

৮ মার্চ, ২০২৪: আবেদন প্রক্রিয়ার সূচনা
৩০ জুন, ২০২৪: আবেদন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি
জুলাই-আগস্ট ২০২৪: প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং সাক্ষাৎকার
সেপ্টেম্বর ২০২৪: বিজয়ীদের ঘোষণা
30 নভেম্বর: নয়াদিল্লিতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বিচারকমণ্ডলী

বাংলাদেশ

খুশি কবির একজন সমাজকর্মী, নারীবাদী এবং পরিবেশবাদী। তিনি বর্তমানে নিজেরা কোরির সমন্বয়কারী। তিনি বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ফোরামে সম্মানসূচক ক্ষমতা যেমন সদস্য, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বোর্ড ট্রাস্টি; সংগতের আঞ্চলিক উপদেষ্টা; এবং ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং গ্লোবাল ক্যাম্পেইনের জন্য বাংলাদেশের সমন্বয়কারী।

নেপাল

বিন্দা পান্ডে একজন নেপালী রাজনৈতিক কর্মী। তিনি প্রথম নেপালী গণপরিষদের (২০০৮-২০১২) সদস্য ছিলেন এবং বর্তমানে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্বকারী ফেডারেল পার্লামেন্টের সদস্য। তিনি ২০০৪-০৯ সালে নেপালী ট্রেড ইউনিয়নের জেনারেল ফেডারেশনের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি এক দশক (২০১১-২০২১) ILO গভর্নিং বডিতে এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি "নেপালি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ" এবং "নেপালি রাজনীতিতে নারী" এই বইগুলি লিখেছেন।

ভারত

অনু আগা একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মী। থার্ম্যাক্স বোর্ড অনুকে নির্বাহী চেয়ারপারসন হিসেবে নিয়োগ করেছে। অবসর গ্রহণের পর, তিনি অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিতদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তার সময় উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে আকাংশার বোর্ডে রয়েছেন এবং টিচ ফর ইন্ডিয়ার (TFI) সূচনা করতে সাহায্য করেছেন। তিনি টিএফআই-এর চেয়ারপারসন হিসেবে অবসর নিয়েছেন এবং এখনও তাদের বোর্ডে রয়েছেন। অনু ভারতীয় শিল্প মহাসংঘ (সিআইআই) তে সক্রিয় ছিলেন। তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে ৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

নমিতা ভান্ডারে একজন পুরস্কার প্রাপ্ত সাংবাদিক। সানডে, ইন্ডিয়া টুডে, এবং দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস সহ বিভিন্ন প্রকাশনার তিনি কাজ করেছেন । ২০১৩ সালে, তিনি মিন্ট সংবাদপত্রের জন্য ভারতের প্রথম জেণ্ডার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। তিনি নারী এবং কাজের উপর একাধিক নিবন্ধ লিখেছেন।

পাকিস্তান

মুনিজাই জাহাঙ্গীর হলেন Voicepk.net-এর প্রধান সম্পাদক। এটি পাকিস্তানের প্রথম ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যা মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে ফোকাস করে। তিনি একজন পুরস্কার বিজয়ী টিভি সাংবাদিক এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা, বর্তমানে আজ টিভিতে 'স্পটলাইট' নামে একটি প্রাইম-টাইম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স শো সঞ্চালনা করছেন। তিনি পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের একজন নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য; SAHR (সাউথ এশিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস) এর একজন নির্বাচিত বোর্ড সদস্য এবং SAWM (সাউথ এশিয়ান উইমেন ইন মিডিয়া) এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২০০৮ সালে WEF দ্বারা তরুণ গ্লোবাল লিডার হিসাবে সম্মানিত হন।

শ্রীলঙ্কা

রাধিকা কুমারস্বামী একজন প্রখ্যাত আইনজীবী, কূটনীতিক এবং মানবাধিকার কর্মী যিনি জাতিসংঘের উপ মহাসচীব হিসেবে কাজ করেন। ২০০৬ থেকে ২০১২ সালে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত শিশু ও সশস্ত্র সংঘর্ষের মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। ২০১৭ সালে, তিনি মিয়ানমারে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনে নিযুক্ত হন এবং মহাসচীবের মধ্যস্থতা বিষয়ক উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হিসাবেও নিযুক্ত হন। ২০২২ সালের জুনে, তিনি ইথিওপিয়ার মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন।

পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলো

Azad Foundation

আজাদ ফাউন্ডেশন হল একটি নারীবাদী সংগঠন যা সমস্ত ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে কাজ করে, অ-প্রথাগত বিকল্প জীবিকার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করতে সক্ষম করে।
আজাদের কাজ সম্পর্কে আরও পড়তে, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন -

www.azadfoundation.com

আইপার্টনার ভারত, ইউকে

আইপার্টনার ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড কিংডমে অবস্থিত একটি দাতব্য সংস্থা। এদের জেণ্ডার-ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত ভারত তৈরি করার একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে - এমন একটি ভারত যেখানে দারিদ্র্যের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং যেখানে জেন্ডার, বর্ণ বা সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি পার্থক্য নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান সুযোগ রয়েছে। আমরা ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং স্থানীয় এনজিওগুলির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবন পরিবর্তন করার লক্ষ্যে কাজ করছি।
iPartner ইন্ডিয়া, UK-এর কাজ সম্পর্কে আরও পড়তে অনুগ্রহ করে এখানে দেখুন-
iPartner India প্রান্তিক শ্রেনীর মানুষের কন্ঠস্বর তুলে ধরছে

ভারতের জন্য জাতীয় ফাউন্ডেশন

ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিয়া (NFI) হল একটি সংস্থা যা নাগরিকদের যুক্ত করা, দায়িত্বশীল নীতি-প্রণয়ন এবং সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রচারের লক্ষ্যে, NFI গত তিন দশক ধরে ১৪টি রাজ্যে ৫০০টিরও বেশি তৃণমূল নাগরিক সমাজ সংস্থার সাথে কাজ করছে। বর্তমানে NFI জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার ন্যায়বিচার, নাগরিক ক্ষেত্র এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রচারের কর্মসূচিতে দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে।
ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিয়ার কাজ সম্পর্কে আরও পড়তে, দয়া করে **https://www.nfi.org.in/** দেখুন